JUN 04 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক সংবাদ

গাইবান্ধায় নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা গ্রহণের সরকারি নির্দেশ মানা হচ্ছে না

গাইবান্ধা জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ চলতি এইচএসসি, আলিম, ফাযিল ও কারিগরি পরীক্ষা সম্পূর্ণ নকলমুক্ত পরিবেশে গ্রহণের জন্য সরকারের নির্দেশকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করা হয়েছে গাইবান্ধার সিদ্দিকিয়া দ্বিমুখী সিনিয়র (ফাজিল) মাদ্রাসা ও গোবিন্দগঞ্জের শামীম অ্যান্ড শাকিল কারিগরি কলেজ কেন্দ্রসহ ৫টি কেন্দ্রে। বহিষ্কারের প্রতিবাদে ভাঙচুর করা হয়েছে। গোবিন্দগঞ্জ মহিলা কলেজ ও কামদিয়া কলেজ কেন্দ্র, অবাধ নকলের দাবিতে মিছিল করা হয়েছে সাঘাটা কলেজ কেন্দ্রে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ গোবিন্দগঞ্জে ৮ রাউন্ড গুলি করে।

গাইবান্ধার সিদ্দিকিয়া দ্বিমুখী সিনিয়র (ফাজিল) মাদ্রাসা কেন্দ্রে ভিজিল্যান্স টিম কর্তৃক বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীদের পরবর্তী পরীক্ষাগুলোতেও অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখা হয়েছে। এ কেন্দ্রে পরীক্ষা দিচ্ছে গাইবান্ধা আবু হোসেন সরকার কারিগরি মহিলা কলেজের পরীক্ষার্থীরা এবং কেন্দ্র সচিবের দায়িত্বেও রয়েছেন একই কলেজের অধ্যক্ষ, যা বর্তমান পরীক্ষা আইন পরিপন্থী। অন্যদিকে পরীক্ষার্থীদের নকল সরবরাহসহ পরীক্ষার হলে গিয়ে প্রশ্নের উত্তর লেখার কাজে সহযোগিতা করতে নিয়োজিত রয়েছেন ওই কলেজের ৩ জন প্রভাষক। ১৮ই মে ই কেন্দ্রে ভিজিল্যান্ড টিম পরিদর্শনে গলে নকল করে উত্তরপত্র লেখার ভিযোগে নকলসহ ৩ পরীক্ষার্থীর খাতা াটক করে। তারা নকল ও প্রবেশত্রসহ আটককৃত খাতাগুলো কক্ষপরির্শকের হাতে দিয়ে পরীক্ষার্থীদের হিষ্কারের নির্দেশ দেন এবং ওই কেন্দ্র ত্যাগ করে অন্য কেন্দ্রে চলে যান। বহিষ্কৃত ওই পরীক্ষার্থীদের রোল নম্বর- বিএমক- ৮২২২, বিএমক-১৮১৯৩, বিএমস্য- ১৮১৯৭। এদিকে ওই ভিজিল্যান্স টিম ২২শে মে পুনরায় ওই পরীক্ষা কেন্দ্রে পরিদর্শনে গেলে ওই প্রভাষকদের অপতৎপরতা এবং বহিষ্কৃত ৩ পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা দিতে দেখতে পেয়ে বিস্মিত হন। পরে ভিজিল্যান্স টিমের সদস্যরা ওই বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীদের পুনরায় পরীক্ষা দেয়ার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা জানায়, কেন্দ্রে দায়িত্বরত ম্যাজিস্ট্রেট লাল হোসেন তাদের উত্তরপত্র ফেরত দিয়েছেন। ভিজিল্যান্স টিম কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি কোন সদুত্তর দিতে পারেননি; কিন্তু কেন্দ্রে অবস্থানরত ওই ম্যাজিস্ট্রেট লাল হোসেন ক্ষুব্ধ হয়ে ভিজিল্যান্স টিমের সঙ্গে অশালীন আচরণ করেন। পরে ভিজিল্যান্স টিমের সদস্যরা বিষয়টি জেলা প্রশাসককে অবহিত করেন।

অন্যদিকে ২৩শে মে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার শামীম অ্যান্ড শাকিল কারিগরি কলেজ কেন্দ্রে ৫ জন পরীক্ষার্থীর খাতা (রোল নম্বর ঃ ১৩৭৩৮১, ১৩৭৩৮২, ১৩৭৩৮৫, ১৩৭৩৭৪, ১৩৭৩৫৯) নকলসহ ধরলেও কেন্দ্রে কর্তব্যরত উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা অজ্ঞাত কারণে কক্ষ পরিদর্শকদের ওই পরীক্ষার্থীদের বহিষ্কার করতে দেননি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ম্যাজিস্ট্রেট লাল হোসেন এবং গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি বলে জানা গেছে।

অন্যদিকে গাইবান্ধার সিদ্দিকিয়া মাদ্রাসায় (ভেনু) আবু হোসেন সরকার কারিগরি মহিলা কলেজ কেন্দ্র, সাদুল্যাপুরের হিংগারপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ে (ভেনু) শাহ আজগর আলী কলেজ কেন্দ্র, পলাশবাড়ির মহিলা কলেজ কেন্দ্র, আদর্শ কলেজ কেন্দ্র, গোবিন্দগঞ্জের শামীম অ্যান্ড শাকিল কলেজ কেন্দ্রে এখনও আগের মতো নকলের মহোৎসব চলছে। এসব কেন্দ্রে কক্ষ পরিদর্শকের চেয়ে কর্তব্যরত সরকারি কর্মকর্তারা নকলে উৎসাহ যোগাচ্ছে বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক কক্ষপরিদর্শক অভিযোগ করেন। কক্ষপরিদর্শকদের অভিযোগ তারা নকল করে উত্তরপত্র লেখার অভিযোগে পরীক্ষার্থীদের বহিষ্কারের উদ্যোগ নিলেও কেন্দ্রে কর্তব্যরত সরকারি কর্মকর্তারা তাতে বাধা দিচ্ছে।

এছাড়া নকলের অবাধ সুযোগে বাধা দেয়ায় ১৬ই মে একদল বিক্ষুব্ধ ছাত্র গোবিন্দগঞ্জ মহিলা কলেজে ভাঙচুর চালায়। বহিরাগতদের হামলায় ৪ শিক্ষক ও ৩ পুলিশসহ ১৮ জন আহত হন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ৮ রাউন্ড গুলি করে। ওইদিন এ কেন্দ্রে ১শ' ৩১ জন বহিষ্কার করা হয়। অন্যদিকে সাঘাটা কলেজ কেন্দ্রে অবাধ নকলের দাবিতে একদল ছাত্র বিক্ষোভ মিছিল করে। ১৯শে মে গোবিন্দগঞ্জের কামদিয়া কেন্দ্রে পরীক্ষার শুরুতে একদল পরীক্ষার্থী নকলের দাবিতে চেয়ার, বেঞ্চ ভাঙচুর করে।